কোরআনের আলোকে
হযরত ফাতিমা
(আ.)

কোরআনের আলোকে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)

লেখকঃ
মুহাদ্দিস মুরতাযা কারবালায়ি

অনুবাদকঃ
শেখ জাহিদ আলী

প্রকাশকঃ
মাক্তাবে সাকালাইন

maqtabethaqaalyn.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

বিশ্বের নারীদের নেত্রী, যিনি “উম্মু আবীহা”—অর্থাৎ “পিতার জননী”—উপাধিতে ভূষিত; আসমান ও জমিনে যিনি অত্যন্ত সম্মানিত; যাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দাঁড়িয়ে যেতেন; যাঁর পবিত্র বংশধরদের মধ্যেই আল্লাহ ইমামতের মহান মর্যাদা রেখেছেন—এমন পুণ্যময়ী, মহীয়সী ও গুণবতী নারীর ওপর পৃথিবীর বুকে কখনো সূর্যোদয় হয়নি।

অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই মহান নারীই পৃথিবীর সেই পাঁচজন সর্বাধিক ক্রন্দনকারীর অন্যতম, যিনি তাঁর মহান পিতার ইন্তেকালের পর গভীর শোক ও বেদনায় নিমজ্জিত ছিলেন এবং যাঁকে তাঁর পিতার সাহাবিগণ একাকী ছেড়ে দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন:
“আমার ওপর যে মুসিবতগুলো আপতিত হয়েছে, তা যদি দিনের ওপর পড়ত, তবে দিনটি অন্ধকারে পরিণত হতো।”

তিনি সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যারোপের শিকার হয়েছেন; আমানতদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন; চরম ধৈর্যশীল হওয়া সত্ত্বেও একের পর এক মুসিবতে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। অবশেষে তিনি এই পৃথিবী থেকে অত্যন্ত মর্মাহত, দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিয়েছেন।
তিনি হলেন ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় কন্যা—হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বারবার ঘোষণা করেছেন:
“যে ফাতিমাকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।”

হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা অনুযায়ী অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর গুণাবলির কোনো সীমা নেই, তাঁর মহত্ত্বের কোনো শেষ নেই এবং তাঁর সমকক্ষ বা তুলনীয় কেউ নেই। তাঁর মর্যাদা এমনই উচ্চ যে, তাঁর পরিচয় ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে যতই আলোচনা করা হোক না কেন, তা তাঁর প্রকৃত অবস্থানের তুলনায় অতি সামান্য।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾

"আর আপনি কি জানেন, লাইলাতুল কদর কী?"
— সূরা আল-কদর, ৯৭:২

আহলুল বাইত (আ.)-এর বর্ণনাভিত্তিক তাফসিরে লাইলাতুল কদর-এর সঙ্গে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর গভীর সম্পর্কের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই বর্ণনাগুলো তাঁর মহান মর্যাদা ও গুপ্ত আধ্যাত্মিক অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে। অতএব, হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এমন এক মহীয়সী ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা সাধারণ মানবীয় উপলব্ধির ঊর্ধ্বে। তাঁর জীবন কেবল ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয়; বরং কুরআন, নবুওয়াত ও আহলুল বাইতের (আ.) সত্যকে বোঝার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বার।

এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে পবিত্র কুরআন এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর বাণীর আলোকে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর মর্যাদা, পরিচয় ও অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসুত্রঃ

১. বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৩২৩।

২. তাফসির ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৫৮১; আল-বুরহান ফি তাফসির আল-কুরআন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭১৪; বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৩, পৃষ্ঠা ৬৫।

৩. “যেমনটি তাঁকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার অধিকার রয়েছে।”

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: বইটি যদি প্রকাশনার জন্য হয়, তাহলে “লাইলাতুল কদর = ফাতিমা (সা.আ.)”—এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে আরবি মূল হাদিসসহ সূত্র দেওয়া ভালো। এতে ভূমিকার বক্তব্যটি আরও শক্তিশালী ও গবেষণামূলক হবে।

তিনি এমন এক মহান ও পবিত্র নারী, যাঁকে সম্মান করতেন স্বয়ং তাঁর পিতা—ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.); যাঁকে সম্মান করতেন তাঁর স্বামী—আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.); এবং যাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার তাঁর দুই পুত্র—ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হুসাইন (আ.)।

শুধু তাঁর পিতা, স্বামী ও সন্তানরাই নন; বরং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র বংশধারা থেকে আগত হেদায়াতের মিনারস্বরূপ ইমামগণ (আ.)-ও হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর মহান মর্যাদা ও অবস্থানকে বিশেষভাবে সম্মান করেছেন।

এই আলোচনায় আমরা পবিত্র কুরআনের এমন কিছু আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব, যেগুলোর সঙ্গে এই পুণ্যময়ী ও মহীয়সী নারী—হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর সম্পর্ক আহলুল বাইত (আ.)-এর বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানে আমরা কেবল কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করছি। পবিত্র কুরআনে এমন আরও বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা আহলুল বাইত (আ.)-এর বাণীর মাধ্যমে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর মর্যাদা ও মহিমার দিকে ইঙ্গিত করে। তবে আলোচনার শুরুতেই আমরা মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি—তিনি যেন হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শত্রুদের ওপর এবং যারা তাঁর প্রতি জুলুম করেছে, তাঁর অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করেছে ও তাঁর ওপর অবিচার করেছে—তাদের সকলের ওপর লানত বর্ষণ করেন।

আমরা আরও প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ যেন তাঁদের ওপর তাঁর শাস্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাঁদের এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, যা তাঁদের কৃত অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফলন।

একই সঙ্গে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের অন্তরকে তাঁদের প্রতি কোনো ধরনের ভালোবাসা, সহানুভূতি বা সমর্থন থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখেন। কারণ আহলুল বাইত (আ.)-এর শত্রুদের প্রতি অন্তরের সামান্যতম

ঝোঁকও একজন মুমিনের ঈমান, হেদায়াত ও আল্লাহর রহমতের পথে ভয়াবহ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমরা হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর পবিত্র উসিলায় মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে অটল রাখেন; আমাদের অন্তরকে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের (আ.) ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করেন; এবং আমাদেরকে তাঁর পবিত্র বংশধর, আল্লাহর হুজ্জাত ও আমাদের যুগের ইমাম—হযরত হুজ্জাত ইবনুল হাসান আল-আসকারি, ইমাম মাহদী (আ.)-এর খেদমত ও সহযোগিতা করার সৌভাগ্য দান করেন। এমনভাবে যেন আমাদের কোনো কাজ তাঁর পবিত্র হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করে এবং তাঁর মুখে সন্তুষ্টির মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: “মুহাম্মদকে সত্যসহ প্রেরণকারী সত্তার কসম! যদি মিকাঈল (আ.) ও জিবরাঈল (আ.)-এর অন্তরেও তাঁদের (আহলুল বাইতের শত্রুদের) প্রতি সামান্য পরিমাণ ভালোবাসা বা প্রীতি থাকত, তবে আল্লাহ তাঁদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন।”
— বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৫, পৃষ্ঠা ৩৩৯, হাদিস ৫।

দলিল-১

আল্লাহ কর্তৃক শিখানো নামসমূহ

সুরা বাকারা (২): আয়াত ৩১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ كُلَّهَا

এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন।

তাফসীর ও শানে নুযুল:

ইমাম হাসান আসকারী (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন: এই নামগুলো ছিল মুহাম্মদ (সা.), আলী (আ.), ফাতিমা (সা.আ.), হাসান (আ.), হুসাইন (আ.) এবং তাঁদের পবিত্র বংশধর (আ.)-এর নাম, এবং তাঁদের শিয়াদের নামসমূহ, ও তাঁদের শত্রুদের মধ্যকার কুখ্যাত ব্যক্তিদের নাম।

সুত্র। রেফারেন্স: তাফসির আল বুরহান, খন্দ-১, পৃষ্ঠা-১৬৪

দলিল-২

হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা

সুরা বাকারা (২): আয়াত ৩৭

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ

অনুবাদ: অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাক্য প্রাপ্ত হলেন, তাই তিনি তাঁর তাওবা কবুল করলেন; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

এবং সেই বাক্যগুলো ছিল- 'হে আমার প্রতিপালক! আমি মুহাম্মদ (সা.), আলী (আ.), হযরত ফাতিমা (সা.আ.), হাসান (আ.) এবং হুসাইন (আ.)-এর উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি আমার তাওবা কবুল করো।'

সূত্র / রেফারেন্স: তফসির আল কুম্মি, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৯

দলিল-৩

আল্লাহ কর্তৃক হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে শিখানো বাক্যসমূহ

সুরা বাকারা (২): আয়াত ১২৪

وَاِذِ ابۡتَلٰٓى اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِىۡ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِى الظّٰلِمِيۡنَ

অনুবাদ: এবং যখন ইব্রাহিমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম করব। ইব্রাহিম বললেন: এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও? তিনি বললেন: আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের স্পর্শ করবে না।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

তাফসীরে কুম্মিতে ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যে 'কালিমাত' বা বাণীসমূহ দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, তা মূলত মুহাম্মদ (সা.), আলী (আ.), ফাতিমা (সা.আ.), হাসান (আ.) এবং হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র নাম ও নূর। হযরত ইব্রাহিম (আ.) এই নামগুলোর উসীলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন এবং তাঁর পরীক্ষা পূর্ণ করেছিলেন। এটি ঠিক সেই বাণী বা কালিমাত, যা দিয়ে পূর্বে হযরত আদম (আ.)-ও আল্লাহর কাছে তাওবা করেছিলেন।

সূত্র / রেফারেন্স: তফসির আল কুম্মি, খণ্ড-২
পৃষ্ঠা-১৭২

দলিল-৪

হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর তাসবীহ

সুরা বাকারা (২): আয়াত ১৫২

فَاذۡكُرُوۡنِىۡۤ اَذۡكُرۡكُمۡ

অনুবাদ: অতএব আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন: হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর তাসবীহ হলো আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তা বৃদ্ধি করো। অতঃপর তিনি ওপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

সুত্র। রেফারেন্স: তাফসির আল বুরহান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৬

দলিল-৫

সকল নারীদের নেত্রী

সুরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ৪২

হযরত মারইয়াম (সা.আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলে:

وَاصۡطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الۡعٰلَمِيۡنَ

অনুবাদ: এবং আপনাকে বিশ্বজগতের নারীদের ওপর মনোনীত করেছেন।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

মুফাজ্জাল বিন উমর বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) সম্পর্কে পবিত্র নবী (সা.)-এর বাণী 'তিনি জান্নাতের নারীদের সর্দার'-এ বিষয়ে আমাকে বলুন। তিনি কি তাঁর সময়ের নারীদের সর্দার ছিলেন?

ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন: তা হযরত মারইয়াম (সা.আ.)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল, তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের নারীদের সর্দার। আর হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) হলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বজগতের নারীদের সর্দার।

সূত্র: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১৮।

দলিল-৬

মুবাহিলার আয়াত

সুরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ৬১

فَمَنۡ حَآجَّكَ فِيۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ فَقُلۡ تَعَالَوۡا نَدۡعُ اَبۡنَآءَنَا وَاَبۡنَآءَكُمۡ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمۡ وَاَنۡفُسَنَا وَاَنۡفُسَكُمۡ ثُمَّ نَبۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ اللّٰهِ عَلَى الۡكٰذِبِيۡنَ

অনুবাদ: অতএব আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে, তবে বলুন: এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, এবং আমাদের নিকটজনদের ও তোমাদের নিকটজনদের; অতঃপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ কামনা করি।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

যখন পবিত্র নবী (সা.) এবং নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের বিতর্কের সময় ওপরের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন পবিত্র নবী (সা.) ইমাম আলী (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-কে সাথে নেন এবং বলেন: হে আল্লাহ! এরা আমার আহলুল বাইত (আ.)।

সূত্র: তাফসির নূরুস সাকালাইন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৮।

দলিল-৭

কিয়ামতের দিনে ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শিয়াবৃন্দ

সুরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ১৮৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَـنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অনুবাদ: প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, এবং কেবল কিয়ামতের দিনই তোমাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে; অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম হবে; আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

কিয়ামত দিবসের বর্ণনায় এক হাদিসে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন; অতঃপর হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এবং তাঁর বংশধরের নারী ও তাঁর শিয়াদের আহ্বান করা হবে, তারপর তারা কোনো হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে... তারপর ইমাম সাদিক (আ.) তেলাওয়াত করলেন: فَمَنْ زُحْزِحَ ।(যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো সে সফল হলো(عنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز
সূত্র: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৭।

দলিল- ৮

প্রতিপালক তাঁদের দোয়া কবুল করেছেন

সুরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ১৯৫

فَاسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ اَنِّىۡ لَاۤ اُضِيۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى‌ۚ

অনুবাদ: অতএব তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের ডাক সাড়া দিলেন যে: আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না, তা পুরুষ হোক বা নারী।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

উক্ত আয়াতে 'পুরুষ' বলতে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে এবং 'নারী' বলতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে বোঝানো হয়েছে।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ...

দলিল-৮

প্রতিপালক তাঁদের দোয়া কবুল করেছেন

সুরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ১৯৫

فَاسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ اَنِّىۡ لَاۤ اُضِيۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى ۚ

অনুবাদ: অতএব তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের ডাক সাড়া দিলেন যে: আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না, তা পুরুষ হোক বা নারী।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

উক্ত আয়াতে 'পুরুষ' বলতে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে এবং 'নারী' বলতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে বোঝানো হয়েছে।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৭৮।

দলিল-৯

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থানসমূহ

সুরা আরাফ (৭): আয়াত ৪৬

وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى الۡاَعۡرَافِ رِجَالٌ يَّعۡرِفُوۡنَ كُلًّاۢ بِسِيۡمٰهُمۡ‌ۚ

অনুবাদ: এবং উভয়ের মাঝে একটি পর্দা থাকবে, আর আরাফের (উচ্চস্থানের) ওপর কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম সাদিক (আ.)-কে পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (আ.) উত্তর দেন: এটি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার একটি প্রাচীর, যার ওপর থাকবেন মুহাম্মদ (সা.), আলী (আ.), হাসান (আ.), হুসাইন (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এবং খাদিজাতুল কুবরা (সা.আ.)।

তাঁরা ডেকে বলবেন: 'আমাদের প্রেমিকগণ কোথায়? আমাদের অনুসারীরা কোথায়?' তারা তাঁদের দিকে এগিয়ে যাবে। তাঁরা তাঁদের নাম ও তাঁদের পিতার নাম ধরে চিনতে পারবেন-এটাই আল্লাহর বাণীর অর্থ 'যাঁরা সকলকে তাঁদের লক্ষণ দ্বারা চিনবেন'। তাঁরা তাঁদের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪৯।

দলিল-১০

সত্যবাদীগণ

সুরা তাওবা (৯): আয়াত ১১৯

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অনুবাদ: এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন: কিয়ামত পর্যন্ত সত্যবাদীগণ হলেন আলী (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), হাসান (আ.), হুসাইন (আ.) এবং তাঁদের পবিত্র বংশধর (আ.)।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৬৫।

দলিল-১১

আল্লাহর দিকে উসীলা

সুরা ইউসুফ (১২): আয়াত ৪২

فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

অনুবাদ: সুতরাং তিনি কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করলেন।

তাফসীর ও শানে নুযুল:

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে: হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারাবাসের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে মুক্তির জন্য একটি দোয়া তেলাওয়াত করার অনুমতি দেন। হযরত ইউসুফ (আ.) মাটিতে গাল রেখে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন:

- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقْتُ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِوَجْهِ آبَائِيَ الصَّالِحِينَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

অতঃপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দান করেন। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন-আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত হই, আমরাও কি এভাবে দোয়া করব? ইমাম সাদিক (আ.) উত্তর দিলেন- এভাবে দোয়া করো:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلِيٌّ وَ

فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ع

'হে আল্লাহ! যদিও আমার পাপ তোমার সামনে আমার মুখকে মলিন করেছে, তথাপি আমি তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা.), আলী (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), হাসান (আ.), হুসাইন (আ.) এবং ইমামগণ (আ.)-এর মাধ্যমে তোমার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি।'

সূত্র। রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫।

দলিল-১২

পাঁচজন ক্রন্দনকারী

সুরা ইউসুফ (১২): আয়াত ৮৫

تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ

অনুবাদ: তারা বলল: আল্লাহর কসম! আপনি ইউসুফের স্মরণ বন্ধ করবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমুর্ষু হয়ে পড়েন অথবা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হন।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন: ক্রন্দনকারী হলেন পাঁচজন-আদম (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), হযরত ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.আ.) এবং হযরত আলী ইবনুল হুসাইন (আ.)। আর ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.)-এর জন্য এত কেঁদেছিলেন যে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর ইমাম (আ.) ওপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।
সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯৪।

দলিল-১৩

তুবা বৃক্ষ

সুরা ইব্রাহিম (১৪): আয়াত ২৪-২৫

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصۡلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرۡعُهَا فِى السَّمَآءِ - تُؤۡتِىۡۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيۡنٍۢ بِاِذۡنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ

অনুবাদ: আপনি কি লক্ষ্য করেননি আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? সৎবাক্য হলো সৎবৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। তা তার প্রতিপালকের হুকুমে প্রতি ঋতুতে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

তাফসীর ও শানে নুযুল:

ইমাম বাকির (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: বৃক্ষটি হলেন পবিত্র নবী (সা.), বৃক্ষের মূল কাণ্ড হলেন আমিরুল মুমিনীন (আ.), এই বৃক্ষের শাখা হলেন হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), এর ফলসমূহ হলেন আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর বংশধরগণের ইমামগণ (আ.), এবং তাঁদের শিয়াগণ হলেন এর পত্রপল্লব।

সূত্র। রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৯।

দলিল- ১৪

নিকটাত্মীয়গণ

সুরা নাহল (১৬): আয়াত ৯০

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَیَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ وَالۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, এহসান (সদাচরণ) এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন: العدل (ন্যায়বিচার) হলেন পবিত্র নবী (সা.) , احسان (সদাচরণ) হলেন আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.) এবং وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى (নিকটাত্মীয়দের দান) হলেন হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ২৩৬।

দলিল-১৫

পবিত্র নবী (সা.)-এর নিকটাত্মীয়

সুরা বনী ইসরাঈল (১৭): আয়াত ২৬

وَاٰتِ ذَا الۡقُرۡبٰى حَقَّهٗ وَالۡمِسۡكِيۡنَ وَابۡنَ السَّبِيۡلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيۡرًا

অনুবাদ: এবং নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও, আর কিছুতেই অপব্যয় করো না।

তাফসীর ও শানে নুযুল:

ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াতটি পবিত্র নবী (সা.)-এর নিকটাত্মীয়দের নির্দেশ করে এবং এটি হযরত ফাতিমা (সা.আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে ফাদাক দান করেছিলেন।

সূত্র। রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮।

দলিল-১৬

জান্নাতের উত্তরাধিকারী

সুরা মুমিনুন (২৩): আয়াত ১১

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অনুবাদ: যারা ফেরদৌসের (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী হবে; তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম মুসা বিন জাফর (আ.) বলেছেন: এটি অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র নবী (সা.), আমিরুল মুমিনীন (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), হাসান (আ.) এবং হুসাইন (আ.) সম্পর্কে।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১।

দলিল-১৭

ধৈর্যশীলগণ

সুরা মুমিনুন (২৩): আয়াত ১১১

اِنِّىۡ جَزَيۡتُهُمُ الۡيَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآٮِٕزُوۡنَ

অনুবাদ: আজ আমি তাঁদের ধৈর্যের কারণে তাঁদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয়ই তাঁরাই সফলকাম।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

উক্ত আয়াতে ধৈর্যশীলগণ হলেন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), হাসান (আ.) এবং হুসাইন (আ.), যারা এই দুনিয়াতে ইবাদত, ক্ষুধা, দারিদ্র্যের ওপর এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিপদে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন; তাঁরাই সফলকাম।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০।

দলিল-১৮

কুলুঙ্গি (তাখচা)

সুরা নূর (২৪): আয়াত ৩৫

অনুবাদ: আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের জ্যোতি; তাঁর জ্যোতির উপমা একটি কুলুঙ্গির (তাখচা) ন্যায় যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি কাঁচের পাত্রে স্থাপিত, কাঁচের পাত্রটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা একটি বরকতময় জাইতুন বৃক্ষ থেকে প্রজ্বলিত-যা পূর্বীয় নয়, পশ্চিমীয়ও নয়; আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তার তেল যেন আলো দিতে প্রস্তুত; জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করেন, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম সাদিক (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন: المشكاة
(কুলুঙ্গি) হলেন হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) فيها مصباح المصباح (প্রদীপ) নির্দেশ করে ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হুসাইন (আ.)-কে, এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) হলেন আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপী كوكب درى

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৩।

দলিল-১৯

সমুন্নত গৃহ

সুরা নূর (২৪): আয়াত ৩৬

فِىۡ بُيُوۡتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنۡ تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيۡهَا اسۡمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيۡهَا بِالۡغُدُوِّ وَالۡاٰصَالِۙ

অনুবাদ: এমন গৃহসমূহে যাকে আল্লাহ সমুন্নত করার এবং তাতে তাঁর নাম জিকির করার অনুমতি দিয়েছেন; তাতে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

বুরাইদ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, পবিত্র নবী (সা.) ওপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন এবং আবু বকর সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে পবিত্র নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, এটি কোন ঘর? পবিত্র নবী (সা.) ইমাম আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর ঘরের দিকে নির্দেশ করলেন।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৬।

দলিল-২০

অন্ধকারে হেদায়েত

সুরা নূর (২৪): আয়াত ৪০

اَوۡ كَظُلُمٰتٍ فِىۡ بَحۡرٍ لُّـجِّىٍّ يَّغۡشٰsهُ مَوۡجٌ مِّنۡ فَوۡقِهٖ مَوۡجٌ مِّنۡ فَوۡقِهٖ سَحَابٌ‌ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍؕ اِذَاۤ اَخۡرَجَ يَدَهٗ لَمۡ يَكَدۡ يَرٰٮهَاؕ وَمَنۡ لَّمۡ يَجۡعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوۡرًا فَمَا لَهٗ مِنۡ نُّوۡرٍ

অনুবাদ: অথবা গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, তার ওপর মেঘমালা-অন্ধকারের ওপর অন্ধকার! যখন সে তার হাত বের করে, সে তা মোটেই দেখতে পায় না; আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতি নেই।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম সাদিক (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন: 'গভীর অন্ধকার' বলতে প্রথম ও তার সঙ্গীকে বোঝায়, 'তরঙ্গ আচ্ছন্ন করে' বলতে তৃতীয়জনকে নির্দেশ করে, 'তার ওপর তরঙ্গ ও মেঘমালা অন্ধকারের ওপর অন্ধকার' বলতে মুয়াবিয়া (তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ) ও বনী উমাইয়ার ফেতনাকে বোঝায়। যখন সে তার হাত বের করে (ফেতনাকর অন্ধকারের মধ্যে একজন মুমিন), সে তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না-অর্থাৎ হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর বংশধরের আইম্মাহ (আ.) কিয়ামতের দিনে তার কোনো আলো বা ইমাম থাকবে না।

সূত্র। রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৯।

দলিল-২১

নিসা (নারী)

সুরা ফুরকান (২৫): আয়াত ৫৪

وَهُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ مِنَ الۡمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهۡرًا ؕ
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیۡرًا

অনুবাদ: এবং তিনিই পানি থেকে মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত করেছেন; আর আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

হাদিস অনুসারে, بشر (মানব) হলেন পবিত্র নবী (সা.), نسبا (বংশগত) নির্দেশ করে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে এবং صرا (বৈবাহিক সম্পর্ক) নির্দেশ করে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে।

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৩।

দলিল-২২

বংশধর
সুরা ফুরকান (২৫): আয়াত ৭৪

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَـنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

অনুবাদ: এবং যারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও আমাদের সন্তানদের মধ্য হতে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর বস্তু দান করো এবং আমাদের খোদাভীরুদের জন্য ইমাম বানাও।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

আহলুল বাইত (আ.)-এর হাদিস অনুসারে, 'স্ত্রীগণ' নির্দেশ করে হযরত খাদিজা (সা.আ.)-কে, 'সন্তানগণ' নির্দেশ করে হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-কে, 'নয়নপ্রীতিকর' নির্দেশ করে হাসান (আ.) ও হুসাইন (আ.)-কে, এবং 'খোদাভীরুদের জন্য ইমাম' নির্দেশ করে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে।
সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৫।

দলিল-২৩

সেজদাকারীগণ

সুরা শুআরা (২৬): আয়াত ২১৯

وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ

অনুবাদ: এবং সেজদাকারীদের মাঝে আপনার ওঠাবসা।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: এটি আলী (আ.), হযরত ফাতিমা (সা.আ.), হাসান (আ.), হুসাইন (আ.) এবং আহলুল বাইত (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯২।

দলিল-২৪

হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণ

সুরা সাজদা (৩২): আয়াত ২৪

وَ جَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ اَئِمَّةً یَّهۡدُوۡنَ بِاَمۡرِنَا

অনুবাদ: এবং আমি তাঁদের মধ্য হতে ইমাম মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশে হেদায়েত করত।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) বলেন: এই আয়াতটি হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর সন্তানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৩২৯।

দলিল-২৫

পবিত্রতার আয়াত (আয়াতে তাতহীর)

সুরা আহযাব (৩৩): আয়াত ৩৩

اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيُذۡهِبَ عَنۡكُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيۡرًا‌ۚ

অনুবাদ: হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।

তাফসীর ও শানে নুযুল:

সর্বজনবিদিত যে, এই আয়াতটি পবিত্র নবী (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (সা.আ.)-এর গৃহে পবিত্র নবী (সা.), ইমাম আলী (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হুসাইন (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৩।

দলিল-২৬

হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর তাসবীহ

সুরা আহযাব (৩৩): আয়াত ৪১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

হাদিস অনুসারে 'অধিক স্মরণের' অর্থ হলো হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর তাসবীহ পাঠ করা।

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৭৬।

দলিল-২৭

তাঁর শত্রুদের জন্য শাস্তি

সুরা আহযাব (৩৩): আয়াত ৫৭

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

অনুবাদ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) বলেন: এই আয়াতটি তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর অধিকার হরণ করেছিল এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল ও তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৬।

দলিল-২৮

জীবিতগণ

সুরা ফাতির (৩৫): আয়াত ২২

وَمَا يَسۡتَوِى الۡاَحۡيَآءُ وَلَا الۡاَمۡوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسۡمِعُ مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتَ بِمُسۡمِعٍ مَّنۡ فِى الۡقُبُوۡرِ

অনুবাদ: এবং জীবিত ও মৃত সমান নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান, আর আপনি কবরে যারা আছে তাঁদের শোনাতে পারবেন না।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

হাদিস অনুসারে 'জীবিতগণ' বলতে আলী (আ.), হামযাহ (আ.), জাফর (আ.), হাসান (আ.), হুসাইন (আ.), হযরত ফাতিমা (সা.আ.) এবং হযরত খাদিজা (সা.আ.)-কে বোঝায়; আর 'মৃতগণ' বলতে মক্কার মুশরিকদের বোঝায়।

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪৪।

দলিল-২৯

উচ্চমর্যাদাবানগণ

সুরা সা'দ (৩৮): আয়াত ৭৫

قَالَ يَـٰٓاِبۡلِيۡسُ مَا مَنَعَكَ اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَیَّ اَسۡتَكۡبَرۡتَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ الۡعَالِيۡنَ

অনুবাদ: আল্লাহ বললেন: হে ইবলিস! আমি যাকে আমার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, নাকি তুমি উচ্চমর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত?

তাফসীর ও শানে নুযূল:

এক ব্যক্তি পবিত্র নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর বাণী 'তুমি কি উচ্চমর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত?'-এদের সম্পর্কে আমাকে বলুন। আল্লাহর রাসুল! নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান এরা কারা?

পবিত্র নবী (সা.) উত্তর দিলেন: আমি (সা.), আলী (আ.), ফাতিমা (সা.আ.), হাসান (আ.) এবং হুসাইন (আ.)-আমরা আল্লাহর আরশের নিকটে তাঁর তাসবীহ পাঠ করছিলাম, এবং আদম (আ.)-এর সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে ফেরেশতাগণ আমাদের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ শিখত...

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৮৪।

দলিল-৩০

হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বংশধরের অনুসরণ

সুরা যুমার (৩৯): আয়াত ৫৩

قُلۡ یٰعِبَادِیَ الَّذِیۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰۤی اَنۡفُسِہِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَۃِ اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ یَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِیۡعًا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ۞

অনুবাদ: বলুন: হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ কোনো ব্যক্তির এই অজুহাত কবুল করবেন না যে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি জানতাম না যে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বংশধরগণ মানুষের ওপর অভিভাবক ছিলেন।' এবং এই আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বংশধরদের শিয়াদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০।

দলিল-৩১

আল্লাহর সাহায্য

সুরা রুম (৩০): আয়াত ৪-৫

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ - بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ

অনুবাদ: এবং সেদিন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

পবিত্র নবী (সা.) হতে বর্ণিত যে, 'সেদিন' বলতে কিয়ামত দিবসকে বোঝায় এবং আল্লাহর সাহায্য' বলতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর সাহায্যকে বোঝায়। পবিত্র নবী (সা.) ব্যাখ্যা করেন যে, কিয়ামত দিবসে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) তাঁর শিয়াদের এবং তাঁর বংশধরের শিয়াদের শাফায়াত করবেন, যারা তাঁকে ও তাঁর বংশধরকে ভালোবেসেছে; এবং তিনি মাহশারের ময়দান থেকে তাঁর শিয়াদের তুলে নেবেন যেভাবে একটি পাখি ভালো বীজকে মন্দ বীজ থেকে বেছে নেয়। হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর সাহায্যের অর্থ হলো তাঁর শাফায়াত।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ২৯৯, ৩২১।

দলিল-৩২

নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা

সুরা শুর (৪২): আয়াত ২৩

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔـلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অনুবাদ: বলুন: আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।

তাফসীর ও শানে নুযূল:
ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, আমি পবিত্র নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার সেই নিকটাত্মীয়গণ কারা যাঁদের ভালোবাসা আল্লাহ আমাদের ওপর ফরজ করেছেন? পবিত্র নবী (সা.) উত্তর দিলেন: আলী (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এবং তাঁদের সন্তানগণ (আ.)। তিনি (সা.) তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন: 'তাঁদের সন্তানগণ'।
সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৩৮৯।

দলিল--৩৩

তাঁর বংশধরকে সাহায্য করা

সুরা যুখরুফ (৪৩): আয়াত ৬৮-৬৯

يٰعِبَادِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ الۡيَوۡمَ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ‌ۚ - اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوۡا مُسۡلِمِيۡنَ‌ۚ

অনুবাদ: হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে ঈমান এনেছিল এবং আত্মসমর্পণকারী ছিল।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) থেকে বর্ণিত- কিয়ামত দিবসে যখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে: لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تحْزَنُون (আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না), তখন সবাই মাথা তুলবে। অতঃপর বলা হবে: الَّذِينَ آمَنُوا بِآتانا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ তখন মুসলমান ও আশেকীনদের ব্যতীত আর সবাই মাথা অবনত করবে। অতঃপর আহ্বানকারী বলবে: এরা হলেন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.আ.), তিনি তোমাদের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করছেন। আর যিনি তাঁর সাথে থাকবেন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং ফেরেশতা বলবেন: হে ফাতিমা (সা.আ.)! আপনার حاجت (প্রয়োজন) চাও। তখন তিনি বলবেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রয়োজন হলো তুমি (আমার খাতিরে) তাকে ক্ষমা করে দাও যে আমার বংশধরকে সাহায্য করেছিল।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৪০৯।

দলিল-৩৪

দরিদ্রদের খাদ্য দান

সুরা ইনসান (৭৬): আয়াত ৮

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

অনুবাদ: এবং তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আ.) এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৫২৮।

দলিল-৩৫

লাইল (রজনী)

সুরা দুখান (৪৪): আয়াত ১-৩

حٰمٓ ۚ - وَالۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ۙ - اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةٍ مُّبٰـرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنۡذِرِيۡنَ

অনুবাদ: হা-মীম! স্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমি তা এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি; নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

আহলুল বাইত (আ.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে ওপরের আয়াতে 'হা-মীম' নির্দেশ করে পবিত্র নবী (সা.)-কে, 'কিতাবিল মুবীন' নির্দেশ করে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে এবং 'লাইল' নির্দেশ করে হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-কে।

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯।

দলিল-৩৬

ঈমানদার শিশুগণ

সুরা তুর (৫২): আয়াত ২১

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَـقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَـتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ كُلُّ امْرِیءٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

অনুবাদ: এবং যারা ঈমান আনে আর তাঁদের সন্তানসন্ততি ঈমানে তাঁদের অনুসরণ করে, আমি তাঁদের সাথে তাঁদের সন্তানসন্ততির মিলন ঘটাব এবং তাঁদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না; প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের নিকট বন্ধক।

তাফসীর ও শানে নুযূল:
ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন: নিশ্চয়ই আমাদের শিয়াদের ঈমানদার শিশুদের (যারা শৈশবে মৃত্যুবরণ করে) লালন-পালন হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) করে থাকেন।
সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩২।

দলিল-৩৭

দুই সমুদ্র

সুরা রহমান (৫৫): আয়াত ১৯

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِّ

অনুবাদ: তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন: ওপরের আয়াতটি দ্বারা ইমাম আলী (আ.) এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে নির্দেশ করা হয়েছে।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৪।

দলিল-৩৮

মানবজাতির জন্য সতর্কবার্তা

সুরা মুদ্দাসসির (৭৪): আয়াত ৩৫-৩৬

اِنَّهَا لَاِحۡدَی الۡکُبَرِ - نَذِیۡرًا لِّلۡبَشَرِ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই এটি (জাহান্নাম) অন্যতম মহাবিপদ, মানবজাতির জন্য সতর্ককারী।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে নির্দেশ করে।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসির আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৬।

দলিল-৩৯

নৈকট্যপ্রাপ্তগণ

সুরা মুতাফফিফীন (৮৩): আয়াত ২৮

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَؕ

অনুবাদ: একটি ঝরনা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।

তাফসীর ও শানে নুযুল:

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন: উক্ত আয়াতে المقربين (নৈকট্যপ্রাপ্তগণ) বলতে পবিত্র নবী (সা.), আমিরুল মুমিনীন (আ.), হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.), ইমাম হাসান (আ.), ইমাম হুসাইন (আ.) এবং আইম্মাহ (আ.)-কে নির্দেশ করে।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৫৪।

দলিল-৪০

জোড় ও বিজোড়

সুরা ফজর (৮৯): আয়াত ১-৪

وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ - وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ - وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

অনুবাদ: শপথ প্রভাতের, এবং ১০ রজনীর, এবং জোড় ও বিজোড়ের, এবং রজনীর যখন তা অতিক্রান্ত হয়।

তাফসীর ও শানে নুযূল:
ইমাম সাদিক (আ.) বলেন: প্রভাত বলতে হযরত কাযিম/কায়েম (আ.ত.ফ.স.)-কে বোঝায়, ১০ রজনী বলতে ইমাম হাসান (আ.) থেকে ইমাম হাসান আসকারী (আ.) পর্যন্ত ১০ জন ইমামকে বোঝায়, 'জোড়' বলতে আমিরুল মুমিনীন (আ.) ও হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে বোঝায়, এবং 'বিজোড়' বলতে মহান আল্লাহকে বোঝায় যাঁর কোনো শরিক নেই...
সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৫০।

দলিল-৪১

কদরের রাত

সুরা কদর (৯৭): আয়াত ১-৫

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আমি তা মহিমান্বিত রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর কিসে আপনাকে জানাবে মহিমান্বিত রাত কী? মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে ফেরেশতাগণ ও রুহ তাঁদের প্রতিপালকের অনুমোদনে প্রত্যেক কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়। শান্তি! তা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন: নিশ্চয়ই আমি তা মহিমান্বিত রাতে অবতীর্ণ করেছি-রাত বলতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে বোঝায়। আর যে ব্যক্তি হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে সঠিকভাবে চেনে, সে যেন কদরের রাতকেই চিনে নিল। আর তাঁর নাম 'ফাতিমা' রাখা হয়েছে কারণ সৃষ্টিজগৎ তাঁর প্রকৃত পরিচয় লাভ করা থেকে অক্ষম। আর 'মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'-এর অর্থ তিনি এক হাজার মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি মুমিনদের মাতা। ফেরেশতাগণ ও রুহ এতে অবতীর্ণ হয় মুমিন ফেরেশতাগণ যারা আলে মুহাম্মদ (আ.)-এর ইলমের অধিকারী, রুহুল কুদুস বলতে হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-কে বোঝায়, এবং ফজর উদয় পর্যন্ত শান্তি-অর্থাৎ কায়েম (আ.ত.ফ.স.)-এর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত।

সূত্র / রেফারেন্স: তাফসিরে ফুরাত আল-কুফি, পৃষ্ঠা ৫৮১; আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭১৪; বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৩, পৃষ্ঠা ৬৫।

দলিল-৪২

সঠিক দ্বীন

সুরা বাইয়্যিনাহ (৯৮): আয়াত ৫

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ
وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ

অনুবাদ: এবং তাঁদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে; আর এটাই সঠিক দ্বীন।

তাফসীর ও শানে নুযূল:

ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে তিনি ওপরের আয়াতটি ব্যাখ্যা করে বলেন: এখানে 'একনিষ্ঠতা' বলতে আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সা.) এবং পবিত্র ইমামগণ (আ.)-এর প্রতি ঈমানকে বোঝায়। এই আয়াতে 'সালাত' বলতে আমিরুল মুমিনীন (আ.)-কে বোঝায় এবং 'সঠিক দ্বীন' (دين) বলতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে নির্দেশ করা হয়েছে। القمة।

সূত্র / রেফারেন্স: আল-বুরহান ফি তাফসিরিল কুরআন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭১৮।

WhatsApp 01924892101

Our website adress
maqtabethaqalayn.com

Our Facebook Page
Maqtab e Thaqalayn

Our Youtube Channel
Maqtab e Thaqalayn

Our Gmail adress
maqthabthaqalayn@gmail.com